প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) খসড়া আইন-২০২১

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** । —(১) এই আইন বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন (সংশোধিত), ২০২১ নামে অভিহিত হইবে ।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে —

(১) "ইনস্টিটিউট" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট;

২)"উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

৩) "কাউন্সিল" অর্থ বাংলাদেশ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৩ নং আইন) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

৪) "চেয়ারম্যান" অর্থ ব্যবস্থাপনা বোর্ডের চেযারম্যান;

৫)"ব্যবস্থাপনা বোর্ড" অর্থ ধারা ৯ এর উপ-ধারা(২) এর অধীন গঠিত ব্যবস্থাপনা বোর্ড;

(৬) "কর্মচারী" অর্থ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী;

(৭) "পরিচালনা বোর্ড" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড;

(৮) "মহাপরিচালক" অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক;

(৯) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১০) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান ।

১২) "সভাপতি" অর্থ উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি

৩। **ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা**।— ১) এই আইন কার্যকর হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং তদতিরিক্ত ঐচ্ছিকভাবে ইলেকট্রনিক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং ইনস্টিটিউট ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়**।—ইনস্টিটিউট এর প্রধান কার্যালয় থাকিবে এবং প্রয়োজনে দেশের যে কোন স্থানে উহার আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে ।

৫। **ইনস্টিটিউট এর কার্যাবলী** ।—এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে ইনস্টিটিউট নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(খ) খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনকরণ;

(গ) খাদ্যশস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহোত্তর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা;

(ঘ) স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ওষধি গাছ (Medicinal Plant) বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, দৈনিক খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঙ) খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ, নিরূপণ বা হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রণয়ন বা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

(চ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জেলা বা উপজেলাভিত্তিক বা এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনভিত্তিক অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিরূপণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে প্রাপ্ত তথ্য বিনিময়;

(ছ) খাদ্যচক্রে (Food chain) ব্যবহৃত রাসায়নিক ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে গবেষণা এবং ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(জ) বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারসহ মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঝ) অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্বতন্ত্রভাবে এবং যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঞ) ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যৌথভাবে শিক্ষা প্রদান করা।

(ট) প্রাকৃতিক কিংবা অন্য যে কোন কারণে অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিলে আপদকালীন ব্যবস্থা বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদান;

(ঠ) পুষ্টি অবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

(ড) ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রদান; এবং

(ঢ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(ণ) দেশে বিদেশে ডিগ্রি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(ত) সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

(থ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফলিত গবেষণাগার ও ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা;

(দ) স্নাতকোত্তর গবেষণার সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা

(ধ) স্নাতকোত্তর, পিএইচডি এবং পোস্ট পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা;

(ন) ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও শিক্ষা সম্প্রসারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ করা;

(প) গবেষণা সংক্রান্ত প্রবন্ধ, মনোগ্রাফ, বুলেটিন ও শস্য পঞ্জিকাসহ ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী, প্রতিবেদন, জার্নাল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা;

৬। কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন:- ১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৯ বা ধারা ১৬ এর অধীন কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ, সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করিবে। তবে শর্ত থাকে যে, যদি ইনস্টিটিউটের নিকট প্রতীয়মান হয়ে যে, উক্তরূপ কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে ইনস্টিটিউট, অনতিবিলম্বে কারণ উল্লেখপূর্বক উহার মতামত কাউন্সিলকে অবহিত করিবে।

২) উপ-ধারা(১) এর শর্তাংশের অধীন ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা করিয়া কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত কোন সুপারিশ বা পরামর্শ সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে বা উক্ত বিষয়ে নূতন কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। উপদেষ্টা পরিষদ ও উহার গঠন-

১) ইনস্টিটিউটের গবেষণা নীতি প্রণয়ন, গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে।

২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে;

(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(গ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(ঘ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন;

(ঙ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ছ) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট ডিভিশন চীফ;

(জ) ভাইস চ্যান্সেলর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (যে কোন একটি) বা তদকর্তৃক মনোনীত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের

ডিন;
(ঝ) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;
(ঞ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;
(ট) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিউট;
(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণায় অভিজ্ঞ একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী;
(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত দুইজন প্রতিনিধি, তন্মধ্যে একজন হইবেন অভিজ্ঞ কৃষক এবং অন্যজন বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি;
(ঢ) ইনস্টিটিউটের দুইজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী;
(ণ) মহাপরিচালক,বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
(ত) মহাপরিচালক মৎস অধিদপ্তর
(থ) পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(দ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;
৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ হইবে তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর;
তবে শর্ত থাকে যে , সরকার , উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে , যে কোন সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, কোন মনোনীত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৮। উপদেষ্টা পরিষদের সভা-

১) উপদেষ্টা পরিষদ প্রতি বৎসর অন্যূন একবার সভায় মিলিত হবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
২) উপদেষ্টা পরিষদের সভা, সভাপতির সম্মতিক্রমে সদস্য-সচিবের স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিশ দ্বারা আহুত হইবে।
৩) সভাপতি উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।
৪) উপদেষ্টা পরিষদের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।
৫) উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন;
৬) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উপদেষ্টা পরিষদের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **পরিচালনা ও প্রশাসন** ।— (১) ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি ব্যবস্থাপনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে, ব্যবস্থাপনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে ।
(২) ব্যবস্থাপনা বোর্ড উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন, তদধীন প্রণীতবিধি, প্রবিধান ও সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত ও জারীকৃত আদেশ ও নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

১০। ব্যবস্থাপনা বোর্ড ও উহার গঠন-

১) ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক, আর্থিক বিষয় ও দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একটি ব্যবস্থাপনার বোর্ড থাকিবে।
২)নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:
(ক) মহাপরিচালক, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
(খ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
(গ) অর্থ বিভাগ কর্তক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) কৃষি অনুষদের ডিন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (যে কোন একটি);
(ঙ) কাউন্সিল কর্তক মনোনীত অন্যূন সদস্য পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
(চ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউটের দুইজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী;
(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট গবেষণায় অভিজ্ঞ দুই জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী
(ঝ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত দুইজন প্রতিনিধি; যাহাদের একজন অভিজ্ঞ কৃষক এবং অন্যজন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি হইবেন;
(ঞ) ইনস্টিটিউটের পরিচালকগণ, তন্মধ্যে একজন ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।
৩) উপ-ধারা(২) এর অধীন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণের মেয়াদ হইবে তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩(তিন) বৎসর;
তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং কোন মনোনীত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্য স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

১১। ব্যবস্থাপনা বোর্ডের কার্যাবলী- ব্যবস্থাপনা বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
(ক) ইনস্টিটিউটের গবেষণা কর্মকান্ড পর্যালোচনা এবং গবেষণা সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন;
(খ) ইনস্টিটিউটের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন;
(গ) ইনস্টিটিউটের কর্মচারী নিয়োগ, তাহাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা ও পদোন্নতি অনুমোদন;
(ঘ) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলির তত্ত্বাবধান এবং দিক নির্দেশনা প্রদান;
(ঙ) প্রকল্প অনুমোদন;
(চ) সরকারি বিধি-বিধানের আলোকে নীতিমালা অনুমোদন;
(ছ) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী পর্যালোচনা ও উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
(জ) ইনস্টিটিউটের শাখা কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন;
(ঞ) সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;
(ট) বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব অনুমোদন;
(ঠ) গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ;
(ড) ইনস্টিটিউটের নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;
(ঢ) ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবিত নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;
(ণ) সরকারের নিকট হইতে অথবা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য কোনো উৎস হইতে অনুদান গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন;
(ত) ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন;
(থ) ফেলোশিপ প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন;
(দ) অন্যান্য সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক করা।

১২। ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভা

(ক) বোর্ড প্রতি তিন মাস পর পর সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(খ) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(গ) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং

তদসম্পর্কে কোন প্রশ্ন ও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৩। **মহাপরিচালক**।— (১) ইনস্টিটিউট এর একজন **মহাপরিচালক** থাকিবে।

(২) **মহাপরিচালক** সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) **মহাপরিচালকের** পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা, বা অন্য কোন কারণে **মহাপরিচালক** তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত **মহাপরিচালক** কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা **মহাপরিচালক** পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি **মহাপরিচালক** রূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) **মহাপরিচালক** কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি—

ক) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবেন;

খ) বোর্ডের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

গ)সরকার কর্তৃক, সময় সময় তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪। পরিচালক- ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি দক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক থাকিবে।

১৫। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ** ।—ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। **তহবিল** ।—(১) ইনস্টিটিউট এর একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে, যথা:-

ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) গবেষণা উদ্যোগ হইতে প্রাপ্ত আয়সহ ইনস্টিটিউটের নিজস্ব আয়;

(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি প্রদত্ত অনুদান বা অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অনুদান; এবং

(ঙ) ইনস্টিটিউট এর অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সম্পদ এবং উহার সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ।

(চ) গবেষণা স্বত্ব ও সেবা হইতে প্রাপ্ত আয়;

(ছ) গৃহীত ঋণ;

(জ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের সকল অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে ইনস্টিটিউটের নামে রাখা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালনা করা হইবে ।

ব্যাখ্যা।—"তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O 127 of 1972) এর Article 2 (J) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) তহবিল হইতে সরকারের নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

১৭। **বাজেট**।—ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাৎসরিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহারও উল্লেখ থাকিবে ।

১৮। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা** ।—(১) ইনস্টিটিউট যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইনস্টিটিউটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইনস্টিটিউটের এতদ্সংক্রান্ত সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ইনস্টিটিউটের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন ।

৪) উপ-ধারা(২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chargtered Accountants Order,1973 (president's Order No. 2 of 19730 এর Article 2(1) (b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

৫)ইনস্টিটিউট যথাশীঘ্র সম্ভব নিরীক্ষা প্রতিবেদনে চিহ্নিত কোন দোষত্রুটি বা অনিয়ম প্রতিকার করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৯। **প্রতিবেদন** ।—(১) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৩(তিন) মাসের মধ্যে ইনস্টিটিউট তদকর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে যে কোন সময় ইনস্টিটিউটের যেকোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) সরকার যে কোন সময় ইনস্টিটিউটের কর্মকান্ড অথবা যে কোন প্রকার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

২০। **কমিটি** ।—ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তাদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

২১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা** ।—সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

২২। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা** ।—এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। চুক্তি সম্পাদনঃ- এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ,বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। জনসেবকঃ- ইনস্টিটিউটের সকল কর্মচারী এবং ইনস্টিটিউটের পক্ষে কোন কাজ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি penal code,1860(Act no.XLV of 1860)এরsection 21 এ সংজ্ঞায়িত অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গন্য
হইবে।

২৫। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতাঃ- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৬। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষাঃ-১) ইনস্টিটিউট উহার বিজ্ঞানী, প্রশিক্ষক ও অন্যান্যদের জন্য প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৭। গবেষক বা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগঃ-১) খাদ্য ও পুষ্টি/ফসলের পুষ্টি/ কৃষি সম্পর্কিত উদ্ভুত কোন সমস্যা নিরসন বা উহার উৎপাদন/পুষ্টিমান বৃদ্ধি/ উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে কোন প্রযুক্তি বা কৌশল উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, গবেষক বা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করিতে পারিবে।

২৮। ফেলোশিপ প্রদানঃ- ইনস্টিটিউট সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষি/পুষ্টি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্য ও কৃতিত্বের সহিত ডিগ্রি অর্জনকারী ব্যক্তিদের ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কিত বিষয়ে দক্ষ বিজ্ঞানী, গবেষক এবং প্রযুক্তবিদ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে ফেলোশিপ প্রদান করিতে পারিবে।

২৯। ক্ষমতা অর্পণঃ- বোর্ড প্রয়োজনে, উহার কোন ক্ষমতা,লিখিত আদেশ দ্বারা ও নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, উহার কোন সদস্য,কর্মচারী বা কোন কমিটিকে অর্পন করিতে পারিবে।

৩০। **আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ** ।—এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে:

৩১। **রহিতকরণ ও হেফাজত** ।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বোর্ড (বাফমাউব) গঠন সংক্রান্ত ৩০ ডিসেম্বর, ২০০১ ইং তারিখের রিজুলিউশন নং-কৃষি-৪/বারটান-১/২০০০/৫৬৩ এতদদ্বারা রহিত হইবে এবং রহিতকৃত রিজুলিউশনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বোর্ড (বাফমাউব), অতঃপর "বিলুপ্তবোর্ড" বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে।

(২) বিলুপ্ত বোর্ড এর সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং এতদ্সক্রান্ত সকল দাবী ও অধিকার ইনস্টিটিউটের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং ইনস্টিটিউট উহার অধিকারী হইবে।

(৩) বিলুপ্ত বোর্ড এর সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাক্রমে ইনস্টিটিউটের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৪) বিলুপ্ত বোর্ড কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা বা সূচীত কোন আইনগত কার্যধারা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা সুচীত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) বিলুপ্ত বোর্ড এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে ইনস্টিটিউটে ন্যস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহাদের চাকুরী ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরীর শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ইনস্টিটিউট কর্তৃক ইহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত ইনস্টিটিউটে ন্যস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরী এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে যেইরূপে বিলুপ্ত বোর্ড দ্বারা পূর্বে নিয়ন্ত্রিত হইত ।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত রিজুলিউশনের অধীনকৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।